কৈফিয়ত # ১

কর্ণফুলী পরিবারের কৈফিয়ত

বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের কিছু মুল্যবান লেখক/লেখিকাদের কাছ থেকে প্রশ্ন আসছে, কেন তাদের লেখা আমাদের হাতে দীর্ঘদিন পড়ে থাকে। কেন আমরা আমাদের আপডেট সপ্তাহে একাধিকবার করিনা। আমাদের অপারগতায় এ মুল্যবান লেখক ও পাঠকদের কাছে বিনয়ের সাথে আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কারন আমাদের কর্ণফুলী অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ও একমাত্র সাপ্তাহীক অনলাইন পত্রিকা এবং এটি সপ্তাহে মাত্র একটি নির্দিষ্ঠ দিনেই আপডেট হবে। যেকোন জরুরী বিজ্ঞপ্তী বা লেখা গ্রহন করার 'কাট-অফ' সময় বৃহস্পতিবার মধ্যরাত। আমরা ইমেইল অথবা ফ্যাক্সে লেখকদের লেখা গ্রহন করি। একটি লেখা যদি বাংলাতে লেখক থেকে কম্পোজ করা আসে তবে সে লেখা ছাপানোর 'অপেক্ষা সময়' নুন্যতম তিন সপ্তাহ এবং কম্পোজ বিহীন লেখার 'অপেক্ষা সময়' চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ, কারন কম্পোজ বিহীন লেখগুলো আমাদের 'আউটরীচ' কোলকাতা ও চট্টগ্রামে পাঠিয়ে কম্পোজ করাতে হয়। আমাদের অতি ক্ষুদ্র ও শিশু প্রকাশনা কর্ণফুলীকে ভালোবেসে প্রচুর লেখক/লেখিকা লিখেন, আমরা সবার লেখাকেই সমানভাবে গুরুত্ব দেই। জরুরী না হলে 'আগ-পিছ' করার মতো কোন বিষয় আমরা গন্য করিনা। আশাকরি আমাদের সকল লেখক/লেখিকা আমাদের এ বিলম্বের হেতু ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহন করবেন।

অনেক পাঠক প্রশ্ন করেছেন সিডনী'র আরেকটি বাংলা পারিবারিক ওয়েবসাইটের মতো বিভিন্ন লেখক ও কবিদের পুরানো বই থেকে গল্প বা কবিতা 'কেরিক্যাচার' করে আমরা আমাদের কর্ণফুলীতে ছাপাইনা কেন। একজন পাঠক কানাডার ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন ও সিডনীর কবি অজয় দাশগুপ্তের ২০০১ সনে ছাপানো দুটি ছড়ার বই আমাদের অফিসে জমা দিয়ে আমাদের যুক্তি জানতে চাইলেন। এ বিষয়ে আমরা কোন বিশেষ ব্যখ্যা দিতে চাইনা। তারা হয়ত লেখা না পেয়ে লেখক বা কবি'র সাথে আজো সম্পর্ক 'জিন্দা' আছে পাঠকদের কাছে তা প্রমান করতে চাইছে। অন্যরা করছে, তাই বলে আমাদের করতে হবে এমন কোন কথা নেই। কারন আমাদের নীতিমালা অনুযায়ী নুতন লেখাকেই আমরা প্রাধান্য দেব এবং কোন লেখা, ছড়া বা কবিতা পূঃনপ্রচারিত হলে আমরা তা সততার সাথে পাদটীকায় জানিয়ে দেব। আমাদের সাম্পান এমনিতেই নুতন লেখায় পরিপুর্ন, পুণঃপ্রচারের লেখা ছাপানোর স্থান কোথায়। স্বাধীনতার ফসল-ভোগী ও শ্বশুর-ভাগ্যে ভাগ্যবান অপ্রস্ফুটিত মুকুলের ন্যায় এক 'কলম-পাপী' খাম্বালেখক (কলাম-লেখক) ও প্রতারক কবি গোড়ার দিকে ধোঁকা দিয়ে আমাদেরকে 'চাতুরালী'র যে পথ দেখিয়েছে সে তিক্ত শিক্ষাটিই আমাদের জন্যে যথেষ্ঠ। তাই সকল লেখকদেরকে আমরা অনুরোধ করি তাঁদের লেখাটি আগে কোথাও ছাপা হলে আমাদেরকে অকপটে যেন জানানো হয়, যাতে অন্তত পাঠকরা ধাঁধায় না পড়ে বা প্রতারিত না হয়। আমরা শুধুমাত্র মৌলিক লেখাতেই আপাতত মনযোগ দিচ্ছি, ভান্ডার ফুরিয়ে গেলে ভবিষ্যতে তা দেখা যাবে।

বিশ্বে নানাদেশে ছড়িয়ে থাকা আমাদের অনেক প্রবাসী পাঠক তাদের বাংলাদেশী কমিউনিটি'র নানা সংবাদ ইমেইল করে পাঠিয়ে আমাদের ছাপাতে অনুরোধ করে। তার মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় ওখানকার বাংলাদেশী কমিউনিটি'র ভাগাভাগি ও দ্বন্দের কথা ফুটে উঠে। যা ছাপাতে আমরা মোটেও আগ্রহী নই। কিছুদিন আগে নেদারল্যান্ড এর আমার্ষ্টাডাম থেকে একটি দেশীয় রাজনৈতীক দলে'র সমাবেশ নিয়ে যে হট্টগোল হয় সে বিষয়টি একজন পাঠকের মাধ্যমে আমাদের গোচরীভুত হয় এবং সে সংবাদ লিখে ইমেইল করে কর্ণফুলী'তে প্রকাশ করার জন্যে অনুরোধ আসে। আমরা বিনয়ের সাথে আমাদের অপারগতার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি এবং অনুরোধ করেছি শুধুমাত্র আমাদের প্রবাসী জীবনের সুন্দর সুন্দর তথ্যগুলো যেন তাদের প্রেরীত সংবাদে প্রকাশ পায়। বিশ্বের যেখানে যে যেমনভাবে আছেন শুধু অনুরোধ করবো আপনারা বাংলাভাষী প্রবাসীদের নিয়ে ভালো ও ইতিবাচক কিছু লিখুন, কথাদিলাম আমরা তা কর্ণফুলীতে সময়মত টাঙিয়ে দেব।

কৈফিয়ত # ২

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী রোববার সিডনী'র একটি রেডিওতে কর্ণফুলী'র রেডিও বিষয়ক একটি প্রতিবেদনের নামে একনাগাড়ে ১৪ মিনিটের একটি প্রতিবাদ পাঠ করা হয়। এর কিছু পরই আমাদের প্রচুর পাঠক কর্ণফুলীতে ফোন ও ইমেইল করে এর বিপক্ষে একটি প্রতি-জবাব চেয়েছেন। আমরা উক্ত রেডিও'র প্রযোজককে অনুষ্ঠান শেষে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা চেয়ে জিজ্ঞেস করি। তিনি এ বিষয়ে আমাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তার দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং তড়িৎ গতিতে আমাদের কর্ণফুলীকে প্রচারিত অনুষ্ঠানটির একটি সি-ডি কপি সরবরাহ করেছেন। *(যদিও ঐ ক্ষমা বা দুঃখ প্রকাশ আমাদের মোটেই দরকার ছিলনা, কারন তাদের প্রতিবাদের বিষয়টি সিডনীতে কর্ণফুলী'র জন্যে 'শাপে বর' হয়েছিল।)* উক্ত রেডিও'র প্রযোজক ও উপস্থাপকের উচ্চারন আঞ্চলিকতাদুষ্ট অথবা শব্দ-চয়ন এলোমেলো হলেও ব্যক্তিগতভাবে তিনি একজন সজ্জন ও বিনয়ি। অত্যন্ত নম্রভাবে তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে অন্য আরেকটি রেডিও'র প্ররোচনায় আমাদের প্রতিবেদনটি তিনি ভুলবশত নিজ দিকে টেনে নিয়েছিলেন। তাঁর রেডিওতে পরবর্তি রবিবার অর্থাৎ ৫ মার্চে কর্ণফুলী'র প্রতিবেদন নিয়ে শ্রোতাদের মতামত আহ্বান করে ঘোষনা দিলেও তিনি আর এগুননি। আমাদের বিদগ্ধ পাঠকরা ঐ রেডিও'র সহস্র ভুল উচ্চারন ও বাক্যে অসংলগ্ন শব্দ প্রক্ষালন করা প্রতিবাদটি বিষয়ে আমাদের পাল্টা-প্রতিবাদ জানতে চেয়েছেন। আমরা সবিনয়ে তা এড়িয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি, কারন ঐ রেডিও'র প্রযোজক-পরিচালক এর বিনয়ীভাব আমাদের সন্তুষ্ঠ করেছে। তার হাসিমুখ ও নম্রতা আমাদের তথাকথিত ক্ষতকে নিরাময় করেছে। ধন্যবাদ

কৈফিয়ত # ৩

আরেকটি রেডিও একইদিনে, অর্থাৎ ২৬ ফেব্রুয়ারী, আমাদের কর্ণফুলীতে বাংলা শব্দের অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে ২৯ সেকেন্ডের একটি 'ভয়ংকর সংবাদ' পেশ করেছিলেন। সে বিষয়েও প্রচুর পাঠক আমাদের মতামত জানতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে মতামতের আগে একটি ছোট গল্পের অবতারনা না করলেই নয়। গ্রামে'র ছাতা-মিস্ত্রি মোল্লা মোহাম্মদ জন্ম নিরোধ ব্যবস্থাকে 'হারাম' বলে তার ক্ষীনদেহী অসুস্থ স্ত্রী'র উপর অন্যায় আবদার করে ফীবছর সন্তান জন্ম দিয়ে ঘরে একটি ফুটবল টীম গঠন করে ফেলেছিল। সেই টীম এর মাঝামাঝি সন্তানটি ছেলে। পরিবারের সকল সন্তানের চেয়ে সে একটু আলাদা। নিজ গ্রামে বেয়াদপ ও বাট্‌পার বলে সে বেশ কুখ্যাত ছিল। যে বাসনে আহার করে সে বাসনেই মলত্যাগ করে বলে ছেলেটির কাছে কেউ সহজে ঘেঁষতো না। হাইস্কুলে পড়াকালীন একবার ইংরেজী ক্লাশে শিক্ষককে অন্যান্য ছাত্র/ছাত্রিদের সামনে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার জন্যে ছেলেটি আচানক হাত তুলে শিক্ষককে জিজ্ঞেস করে বসে, 'স্যার, ছাতার হাতলটি দেখতে ঘন ঘন গিরা বাঁশের মত মনে হয়, এটার ইংরেজী ট্রেন্সলেশন কি?' বিজ্ঞ শিক্ষক লজ্জায় পড়েন, রক্তিম মুখবায়বে তিনি ছাত্রটিকে অভিসম্পাত দিয়ে বললেন, 'হে অধম, সারাটি জীবন তুই ইংরেজীতে কাঁচা থাকবি এবং ভবিষ্যতে কোন ইংরেজ দেশে গেলেও সে দেশের নাম কোনদিন শুদ্ধ ভাবে উচ্চারন করতে পারবিনা। জিবীকার্জনে যে ব্যবসায় হাত রাখবি সে ব্যবসা তোর ধ্বংস হবে। কোন কাজে জীবনে তোর সফলতা আসবেনা এবং শেষ পর্যন্ত খেয়াঘাটের অভিশপ্ত মাঝির মতো রাস্তায় যাত্রি পারাপার করেই তোর বাকী জীবন কাটবে।' শিক্ষকের এ অভিসম্পাত মাথায় নিয়ে ছেলেটি মেট্রিক নির্বাচনি পরীক্ষাতে ইংরেজীতে Misunderstanding (Miss + Under + Standing) এর বাংলা অনুবাদ 'কুমারী নীচে দাঁড়িয়ে আছে' এবং 'বৃষ্টি পড়িতেছে' ইংরেজী অনুবাদ 'Rain is reading' লিখে পরীক্ষাহলে তার শিক্ষকের শাপকে প্রথমবারের মতো মারাত্মকভাবে প্রমান করলো সে। সত্যি সত্যি ছেলেটির মুখ দিয়ে আর কোনদিন সঠিক উচ্চারনে কোন ইংরেজী শব্দ বের হয়নি। এমনকি বাংলা সাহিত্যে দীক্ষা নিতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত 'হ্যাংলা' হয়ে অসমাপ্ত রেখে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের ধন ও মানিক বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের সাহিত্য-রাজ্যে শতকরা পঁচিশ ভাগ ফার্সি, উর্দু ও আরবী শব্দ মিশে আছে, এ গুঢ় রহস্য কোনদিন বাছাধন উদ্ধার করতে পারেনি। পারবেই বা কিভাবে, কারন গ্রামে'র সেই নিরীহ ইংরেজী শিক্ষকটির অভিশাপ তখনো তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। রবীন্দ্র আর বঙ্কিম সাহিত্যের কথা বাদই দিলাম, ওঁরা নাহয় অ-মুসলিম। ভাষা ও শব্দগত অপব্যবহারের কারনে যদি কাউকে 'রাজাকার' বা 'স্বাধীনতা বিরোধী' অপবাদ দিতে হয় তবে সে দায়ভাগ সর্বাগ্রে জাতিয় কবি নজরুল ইসলামে'র কাঁধে যাওয়ার দরকার। দুর্ভাগা সেই রেডিও উপস্থাপকটি তার শিক্ষকের ভবিষ্যৎবাণী মোতাবেক ইংরেজী দেশ অষ্ট্রেলিয়াতে এসেও দেশটির নাম আজ অবদি কখনো শুদ্ধ করে উচ্চারন করতে পারেনি। যেকোন শ্রোতা শুনলেই বুঝতে পারবে যে চান্দু প্রতি রবিবার ঠোঁট কুঁচকে 'অ-ষ্ট্রে-লি-য়া' কে 'অ-শ্-টি-লি-য়া' বলছে। এমনকি সহজ শব্দ 'ইউনির্ভাসিটি' কে

‘ই-নি-ব্ভা-র-ছি-টি’ অথবা ‘চ্যানেল’ শব্দটিকে ‘চ্যা-লে-ন’, ‘ক-মি-উ-নি-টি’ কে ‘কো-মু-নি-টি’ এমনকি বাংলা শব্দ ‘প্রশ্ন’ কে ‘প্রছ্নো’ বলছে। বাছাধন আবার দুকলম লিখতেও চেষ্টা করে। কিন্তু অত্যন্ত মনযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তার আড়াই ইঞ্চি সাইজের কলম দিয়ে লেখা থেকে ‘আমি’, ‘আমরা’ ও ‘আমাদের’ এ কয়টি উত্তমপুরুষ শব্দ বাদ দিলে ভাবের নির্জাস হিসেবে লেখাটিতে আর কিছুই থাকেনা। থাকবেই বা কিভাবে, সেই নিরীহ শিক্ষকটির অভিশাপ আছেনা! বাদশাহ আলমগীরকে নিয়ে লেখা বিখ্যাত ‘ওস্তাদের কদর’ কবিতাটি স্কুলে নিশ্চয়ই ওর পড়া হয়নি কারন কবিতার নামকরনের দু’টি শব্দ অ-বাংলা।

আমরা জোড়হাতে ক্ষমা চেয়ে নিচিছ ঐ প্রতিবাদ বিষয়ে কোন জবাব না দেয়ার জন্যে। কারন তাদের ঐ ‘ভয়ন্কর সংবাদ’ আমাদের কর্ণফুলী’র শাপে বর হয়েছে। অনুমান করছি ওরা আমাদের ম্যাগাজিন নিয়মিত পড়ে এবং তা নিয়ে যত্ন সহকারে গবেষনাও করে। আর যাদের কাছে আমাদের অন-লাইন কর্ণফুলী সাইটের ঠিকানা জানা ছিলনা, তারাও ওদের কাছে জিজ্ঞেস করে দ্বিতীয়বার নিশ্চিত হয়েছে। ধন্যবাদ

কর্ণফুলী পরিবার, সিডনী, ১১/০৩/২০০৬